বিজ্ঞান ভাইয়া

ইশতিয়াক মাহমুদ তন্ময়

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

সকল কৌতূহলী মানুষকে
যারা জানতে চায় কি হচ্ছে আমাদের চারপাশে
জানতে চায় কেন এবং কীভাবে চলছে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

ক্লাসের পর বিদ্যানিকেতনের মাঠে বসে আছে রাফি আর রাফসান। দুজনেই কী যেন ভাবছে। হঠাৎ লাবণী এসে বললো, 'রাফি, রাফসান ভাই, কী অবস্থা তোমাদের?' কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই এবার রাফিকে জিজ্ঞাসা করলো, বলো তো রাফি, পিঁপড়েরা সবসময় দলবেঁধে চলে কেন? ওরা তো একা একাও চলতে পারত। 'রাফি না বুঝলেও রাফসান ঠিক বুঝে গেলো, এই প্রশ্নের উত্তর খুব ভালো করেই জানে লাবণী। সে এসেছে রাফির সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে...

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নানানভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

–সুনির্মল বসু

প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েই সাজানো 'বিজ্ঞান ভাইয়া' বইটি। তবে এই বইয়ে ব্যাখ্যাসমূহের অবতারণা করা হয়েছে হাসি-আনন্দে ভরপুর গল্পের মাধ্যমে।

গল্প বিকাশের জন্য লেখক সৃষ্টি করেছেন দুটি প্রধান চরিত্র : রাফি এবং রাফসান। দুজনেই বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজে পড়ে। রাফি নবম শ্রেণিতে আর রাফসান একাদশে। দুজনের মাঝে আছে দারুণ সখ্য। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে রাফির মনে। আর সেসব প্রশ্ন রাফসানের কাছেও গিয়ে পৌঁছায়। রাফসান আর রাফির গল্পের ছলে লেখক সেসব প্রশ্নের বিজ্ঞাননির্ভর উত্তর বের করে আনার চেষ্টা করেছেন। পারস্পরিক আলোচনা থেকে দুজনেই অনেক কিছু শিখতে পারে। 'বিজ্ঞান ভাইয়া' গল্পের বই, নাকি বিজ্ঞানের বই– সেই বিচারের দায়িত্ব পাঠকই পালন করুক। এছাড়া কিশোর মনে উঁকি দেওয়া বিভিন্ন দুঃসাহসী পরিকল্পনাও সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে 'বিজ্ঞান ভাইয়া' বইয়ে। সৌরভ, ফরিদ সরকার–এমন কয়েকটি চরিত্র ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সামাজিক সমস্যা সমাধানের চিন্তাকে পরাজিত করে কিশোর-তরুণদের মনে এখন রাজার মুকুট পরিধান করে আছে আত্মোন্নয়নের চিন্তা। এই ধারার বিপরীত পথের পথিক রাফসান, রাফি, সৌরভের মতো নবীনেরা।

'বিজ্ঞান ভাইয়া' লেখকের প্রথম বই। তাই কোনো ভুলত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

–প্রকাশক

এই বইয়ের সকল চরিত্র ও স্থান কাল্পনিক

শুরুর আগে

বিদ্যানিকেতনের মাঠে বসে আছে এক বালক। তার নাম রাফিউল হক, ডাকনাম রাফি। বিদ্যানিকেতনের সবাই রাফিকে চেনে। বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র রাফি। মেধাবী এই ছাত্রের রোল ০১। রাফি অত্যন্ত কৌতূহলী প্রকৃতির। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা উঁকি দেয় রাফির মাথায়। এই যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে তার জানতে ইচ্ছে করে, আকাশ নীল দেখায় কেন? আকাশটা তো হলুদ, সবুজও হতে পারতো। তার প্রিয় রং লালও হতে পারতো। আবার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার মনে প্রশ্ন জাগে, পাখি কীভাবে আকাশে উড়ে? রাফির এই কৌতূহলে সবাই বিরক্ত হলেও বিরক্ত হয় না রাফসান (রাফির রাফসান ভাই)। রাফির সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে রাফসান। আসলে রাফসানের মনেও এমন অনেক প্রশ্ন জাগে।

বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজেরই একাদশ শ্রেণিতে পড়ে রাফসান। সেও বিদ্যানিকেতনের সেরা ছাত্রদের একজন। রাফসানের সাথে রাফির পরিচয় বলতে গেলে তিন বছর আগে। তখন রাফসান নবম শ্রেণিতে ভর্তি হবার জন্য ঢাকায় আসে। রাফসান আর রাফির সবচেয়ে বড় মিল হলো দুজনেই খুব কৌতূহলী। দুজনেই স্বপ্ন দেখে নতুন কিছু করার।

এই যেমন রাফসান চায় উচ্চমাধ্যমিকের পর মেডিকেলে পড়াশোনা করে নিজেই একটা হাসপাতাল বানাবে। সেখানে শহরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে আসবে; গরিব-অসহায়দের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিবে, স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কাজ করবে এমন আরও কত কী!!

আর রাফির স্বপ্ন একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া। বুয়েটে পড়াশোনা করার স্বপ্ন তাকে ছোটবেলা থেকেই তাড়িয়ে বেড়ায়। রাফি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে চায়।

আর গ্রাম থেকে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণিতে উঠেই শহরে ছুটে আসে সৌরভ। এক বুক সাহস আর প্রত্যাশা নিয়ে ঢাকায় পা রেখেছে এই ছেলে। সে-ও স্বপ্ন দেখে পরিবর্তনের। স্বপ্নবাজ এই ছেলেও যুক্ত হবে রাফি আর রাফসানের সাথে।

সে যা-ই হোক...

ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার পথে রাফসানের নজর কাড়ল বিদ্যানিকেতনের মাঠে বসে থাকা সেই ভাবুক ছেলেটি। রাফসানের বুঝতে অসুবিধা হলো না, এটা রাফি। সেও গিয়ে বসল রাফির পাশে।

কিরে, কী ভাবিস?

আচ্ছা রাফসান ভাই, ক্যামেরার লেন্স গোল হলেও ছবি চারকোনা হয় কেন?...

....

রাফসান, রাফি, ফরিদ স্যার

কী, কেন, কীভাবে ⟶ বিজ্ঞান ভাইয়া

সৌরভ, লাবণী, বিদ্যানিকেনত

রাফি, সৌরভ এবং রাফসানের কোতূহল আর উত্তর প্রদানের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হবে এই গল্প। সাথে নতুন মাত্রা যোগ করবে রাফি আর লাবণীর প্রেম-প্রেম ভাব। সাথে প্রভাবকের ভূমিকায় থাকবে আরও কিছু চরিত্র (ফরিদ স্যার, রাফির মা...)। বিশটি বিষয়ের বিজ্ঞাননির্ভর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে খুব সাবলীলভাবে। সাথে আছে আকর্ষণীয় বিশটি শিরোনাম। আর কাহিনি এগিয়ে নিতে বিজ্ঞানবহির্ভূত চারটি শিরোনাম।

সূচি

ভয়ে কাঁপাকাঁপি ১৫
পড়তে বসলেই ঘুম ১৯
চোখের ভ্রু বাড়ে না কেন ২২
অদ্ভুত মানুষ ২৫
গোলাকার ফুটবল ২৭
নীল গগন ৩০
আনারস আর দুধের যুদ্ধ ৩৪
সাবানের ফেনা ৩৯
টিকটিকি রহস্য ৪২
রোবোটিক প্রেম ৪৬
ছায়া গেলো কই ৪৮
সাদা চুল ৫২
প্রস্তাব ৫৬
কোথায় যেন দেখেছি ৫৮
হিপনিক জার্ক ৬২
এলার্জির ইতিবৃত্ত ৬৫
চোখের শুভ আর অশুভ ৭০
মটমট ৭৩
চারকোনা ছবি ৭৭
এমন যদি হতো ৮১
পিঁপড়াদের মিছিল ৮৩
আমি প্রেমে পড়েছি ৮৬
শীতের আঘাত ৮৯
ফ-তে ফোবিয়া ৯২

ভয়ে কাঁপাকাঁপি

বিদ্যানিকেতন স্কুল ছুটি হয় বারোটায়। আর কলেজ বারোটা চল্লিশে।

বিদ্যানিকেতন থেকে দুই কিলোমিটার মতো দূরে রাফির বাসা। পায়ে হেঁটে রাফসানের বাসা সেখান থেকে সর্বোচ্চ দু'মিনিটের পথ।

বিদ্যানিকেতনের মূল গেইটের ঠিক বিপরীতেই বিদ্যানিকেতনের বিশাল মাঠ। মাঠটা রাফির খুবই প্রিয়, রাফসানেরও তাই। সম্ভবত বিদ্যানিকেতনের সব ছাত্রেরই আবেগ মিশে আছে এই মাঠে। বাসায় যাবার পথে অনেককেই এই মাঠে আড্ডা দিতে দেখা যায়। রাফসান আর রাফিকেও ছুটির পর মাঝেমাঝেই দেখা যায় এই মাঠে। এই মাঠের প্রধান আকর্ষণ হালিম মামার পানিপুরি। রাফসানের বিদ্যানিকেতনের মাঠে বসে থাকা মূলত এই পানিপুরির টানেই। আর রাফি আসে বাদাম খাওয়ার লোভে। রাফসান আর রাফির আড্ডায় তাদের প্রায়ই এই কাজে দেখা যায়।

ছুটির পর মাঝেমাঝেই রাফসানের সাথে বাসায় আসে রাফি। আজও তাই হলো। বাসায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে খাবার খেলো রাফি। সারাদিন পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া, নামাজ পড়া– এসবের পর রাফি যখন ঘুমাতে যায় তখনই ঘটে আরেক ঘটনা।

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বসে রাফি। মনে করে দেখে, স্বপ্নে সে দৌড়াচ্ছে। পিছনে দৌড়াচ্ছে রাফসান ভাইও। রাফির বুঝতে দেরি হয় না, এটা স্বপ্ন না; দুঃস্বপ্ন।

রাফি হঠাৎ লক্ষ্য করে ভয়ে তার হাত-পা কাঁপছে। রাফি বুঝতে পারে না, ভয় পাওয়ার সাথে হাত-পা কাঁপার সম্পর্ক কোথায়? তখনই তার মনে পড়ে রাফসান ভাইয়ের কথা।